বঙ্গীয় নব সনাতনী ট্রাস্ট
ওঁ
ওঁ
卐
অসতো মা সদগময়,তমসো মা জ্যোতিগময়...
স্থাপিত-২০১০
বাগাঘাট,নদীয়া। পিন-৭৪৯২৩২

গোত্র শব্দটির অর্থ বংশ বা গোষ্ঠীকে বোঝায়। সনাতন ধর্মে গোত্র মানে একই পিতার ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি (সমূহ) দ্বারা সৃষ্ট বংশ পরম্পরা।কিন্তু গোত্র দ্বারা কখনো কখনো অঞ্চল এবং বিশেষ চিহ্ন নির্দেশ করে। বৈদিক শাস্ত্র অনুসারে, একটি বংশের রক্ত প্রবাহিত হয় পুরুষ পরম্পরায়। সূতরাং, বংশের রক্তের ধারক ও বাহক হলো পুরুষ। সনাতন ধর্মের বংশ রক্ষার ধারায় ছিলেন প্রথম সত্য যুগের শুরুতে ব্রহ্মার মানস সন্তানদের মধ্যে অন্যতম ঋষিগণ। পরবর্তীতে অন্যান্য ঋষির বংশ পরম্পরাও পরিলক্ষত হয়।

.

এই একেকজন ঋষির বংশ পরম্পরা তাদের নামে এক একটি গোত্র হিসেবে পরিচিত লাভ করে। সে হিসেবে একই গোত্রের বংশীয়গণ পরস্পর ভাইবোন। এমনকি একই বংশের স্বজনেরা পরবর্তীতে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে, সাধন-ভজন, পরমেশ্বর ভগবানের বাণী প্রচারের প্রয়োজনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লে পিতার নামের সাথে গোত্র নামের গুরুত্ব প্রকাশ পায়। যেমন- কাশ্যপ মুনির বংশধরেরা নিজেদের “কাশ্যপ গোত্রস্য” বা কাশ্যপ মুনির বংশ পরিচয় দিয়ে থাকেন।

.

এভাবে পর্যায়ক্রমে আরো অনেক গোত্রের নাম পাওয়া যায়। সনাতন ধর্মে প্রকট আছে/অহরহ যেসব গোত্র দেখা যায় তা হলো কাশ্যপ গোত্র, ভরদ্বাজ গোত্র, বশিষ্ট গোত্র, বৃহস্পতি গোত্র, বিশ্বামিত্র গোত্র, জামদগ্ন্য গোত্র, শিব গোত্র, মৌদগল্য গোত্র, ভার্গব গোত্র, শান্ডিল্য গোত্র, আলম্ব্যায়ন গোত্র, ধনন্বন্তরি গোত্র, পরাশর গোত্র, সাবর্ণ গোত্র ইত্যাদি। একই গোত্রের লোকজনকে সমগোত্রীয় বলা হয়। সোজা কথা এরা পরস্পর নিকট-আত্মীয়। আর অন্যান্য গোত্রের লোকজনের সাথে তারা পরস্পর আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ এই কারণে যে, আমরা সবাই প্রপিতামহ ব্রহ্মা থেকে এসেছি যদিও আমাদের আদি পিতা-মাতা যথাক্রমে মনু ও শতরূপা।

পরাশর গোত্র

পরাশর মুনির বংশধর দের বলা হয় পরাশর গোত্র, তিনি ছিলেন বশিষ্ঠ মুনির পৌত্র যিনি ঋষি পুল্যস্তের কাছে বিষ্ণুপুরাণ শ্রবণ করে তা মৈত্রেয় মুনির কাছে বর্ণনা করেন, তার পুত্র ছিলেন মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাস, প্রবর ঋষিরা ছিলেন- বশিষ্ঠ, শাক্তি, পরাশর

গোতম গোত্র

গোতম ঋষির বংশধরদের বলা হয় গৌতম গোত্র, গোতমমুনি ও গৌতমমুনি এক নন, তবে গোতম ঋষির পুত্রের নাম গৌতম ঋষি.

গোতম গোত্রের প্রবর ঋষির নাম -

গৌতম, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য

কাত্যায়ণ গোত্র

কাত্যায়ণ ঋষির বংশধরদের বলা হয়
কাত্যায়ণ গোত্র, অযোধ্যা রাজ দশরথের ব্রাহ্মণ
মন্ত্রী ছিলেন কাত্যায়ণ, তিনি বেদের অনুক্রমকার
রচয়িতা ছিলেন, প্রবর ঋষিদের নাম-
অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ

জাতুকর্ণ গোত্র

জাতুকর্ণ ঋষির বংশধরদের বলা হয়
জাতুকর্ণ গোত্র, তিনি আত্রেয় ঋষির প্রধান শিষ্য
ছিলেন, একটি দুস্প্রাপ্য আয়ুর্বেদ শাস্ত্র রচনাও করেন,
জাতুকর্ণ গোত্রের প্রবর ঋষিরা হলেন-
বশিষ্ঠ, অত্রি, জাতুকর্ণ

কুশিক গোত্র

কুশিক ঋষির বংশধরদের বলা হয় কুশিক গোত্র, কুশিক সোমবংশীয় নরপতি কুশের অন্যতম পুত্র ছিলেন, কুশিক গোত্রের ঋষিদের নাম- কুশিক, কৌশিক, বিশ্বামিত্র

বিশ্বামিত্র গোত্র

বিশ্বামিত্র ঋষির বংশধরদের বলা হয়
বিশ্বামিত্র গোত্র, ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের কথা
রামায়ণে বহুবার বর্ণিত হয়েছে,
বিশ্বামিত্র গোত্রের প্রবর ঋষিদের নাম-
বিশ্বামিত্র, মরিচী, কৌশিক

ভরদ্বাজ গোত্র

ভরদ্বাজ ঋষির বংশধরদের বলা হয়
ভরদ্বাজ গোত্র, ইনি দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র ছিলেন,
কথিত আছে হিমালয় দর্শনে গিয়ে অপ্সরা ঘৃতাচীর
প্রেমে পড়েন, তার পুত্র মহাভারতের রথী আচার্য্য দ্রোণ,
ভরদ্বাজ গোত্রের প্রবর ঋষিদের নাম -
ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হ্যস্পত্য

অগ্যস্ত গোত্র

অগ্যস্ত ঋষির বংশধরদের বলা হয় অগ্যস্ত গোত্র, দেবতা মিত্রবরুণের ঔরসে ও উর্বশীর গর্ভে তার জন্ম, পুরাণমতে তিনি একবার সমুদ্রপান করেছিলেন, বনবাস কালে রাম অগ্যস্তমুনির আশ্রম থেকে অক্ষয়তূণীরদ্বয়, বৈষ্ণবধনু ও মহাস্ত্র প্রাপ্ত হন, অগ্যস্ত গোত্রের প্রবর ঋষিগণ হলেন- অগ্যস্ত, জৈমিনী, দধিচী

বৃহস্পতি গোত্র

দেবগুরু বৃহস্পতির বংশধরদের বলা হয়
বৃহস্পতি গোত্র, তিনি ছিলেন ব্রহ্মাপুত্র অঙ্গিরাপুত্র,
তিনি দেবগণদের একাধিকবার রক্ষা করেছেন,
ভরদ্বাজ মুনি তার পুত্র ছিলেন, প্রবর ঋষিরা হলেন-
কপিল, বৃহস্পতি, পার্ব্বন

বাৎস্য গোত্র

বাৎস্য ঋষির বংশধরদের বলা হয় বাৎস্য গোত্র, তিনি ভৃগুবংশীয় হরির পুত্র ছিলেন ও সাবর্ণি মুনির ভ্রাতা, বাৎস্য গোত্রের প্রবর ঋষিদের নাম- ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ.

শুনক গোত্র

শুনক ঋষির বংশধরদের বলা হয়
শুনক গোত্র, তিনি ঔর্ব্বের পৌত্র ছিলেন,
শুনক গোত্রের প্রবর ঋষিদের নাম-
শুনক, শৌনক, গৃৎসমদ

আত্রেয় গোত্র

আত্রেয় মুনির বংশধরদের বলা হয় আত্রেয় গোত্র, তিনি হলেন অত্রি ঋষির বংশধর, ভারত ও নেপালে আয়ুর্বেদের বহু ক্ষেত্রে তার অবদান আছে, আত্রেয় গোত্রের প্রবর ঋষিদের নাম-

আত্রেয়, শাতাতপ, শাঙখ্য

বিষ্ণু গোত্র

বিষ্ণু নামক ঋষির বংশধর দের বলা হয় বিষ্ণু গোত্র,

বিষ্ণু গোত্রের প্রবর ঋষিদের নাম-

বিষ্ণু, বুদ্ধি, কৌরব

কাশ্যপ গোত্র

কশ্যপ ঋষির বংশধরদের কাশ্যপ গোত্র বলা হয়ে থাকে, ইনি ব্রহ্মাপুত্র মরিচীর ঔরসে ও কলার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি দক্ষ প্রজাপতির ১৩ কন্যা বিবাহ করে, কশ্যপ দেবদৈত্যাদির জন্মদাতা ছিলেন, কশ্যপ গোত্রের প্রবর ঋষিদের নাম- কশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব.

গর্গ গোত্র

গর্গ ঋষির বংশধরদের বলা হয় গর্গ
গোত্র, জ্যোতির্বিদ গর্গ যাদববংশের কুলগুরু ছিলেন,
তার পুত্রী গার্গী ছিলেন গার্গীসংহিতার রচয়িতা,
গর্গ গোত্রের প্রবর ঋষিদের নাম-
গার্গ্য, মান্ডব্য, কৌস্তভ

শাণ্ডিল্য গোত্র

শাণ্ডিল্য মুনির বংশধরদের শাণ্ডিল্য গোত্র বলা হয়, শাণ্ডিল্য ছিলেন ব্রহ্মাপুত্র প্রচেতার পৌত্র, তিনি ছিলেন ভক্তি সূত্রের প্রণেতা তাই তাকে ভক্তিমার্গের পথ প্রদর্শক বলা হয়, শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর ঋষিগণ- শাণ্ডিল্য, আসিত, দেবল

কৌশিক গোত্র

কৌশিক ঋষির বংশধরদের বলা হয়
কৌশিক গোত্র, লঙ্কাজয় করে ফিরে এলে রামকে
আশীর্বাদ করতে তিনি একদা অযোধ্যা এসেছিলেন,
কৌশিক গোত্রের প্রবর ঋষিদের নাম-
কৌশিক, অত্রি, জামদগ্ন্য.

শুনক গোত্র

শুনক ঋষির বংশধরদের বলা হয়
শুনক গোত্র, তিনি ঔর্ব্বের পৌত্র ছিলেন,
শুনক গোত্রের প্রবর ঋষিদের নাম-
শুনক, শৌনক, গৃৎসমদ

কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র

কৃষ্ণাত্রেয় ঋষির বংশধরদের বলা হয় কৃষ্ণাত্রেয় গোত্র, হরিবংশ পুরাণে এই মহর্ষির উল্লেখ মেলে, এই গোত্রের প্রবর ঋষির নাম- কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস

আলম্যান গোত্র

আলম্যান ঋষির বংশধরদের বলা হয়
আলম্যান গোত্র, ইনি একজন বৈদিক ঋষি ছিলেন,
আলম্যান গোত্রের প্রবর ঋষিদের নাম-
আলম্যান,শাঙ্কায়ন, শাক্টায়ণ

কৌণ্ডল্য গোত্র

কৌণ্ডিল্য ঋষির বংশধরদের বলা হয়
কৌণ্ডিল্য গোত্র, স্কন্দপুরাণে এই বৈদিক ঋষির
উল্লেখ মেলে, প্রবর ঋষিদের নাম-
কৌণ্ডিল্য, স্তিমিক, কৌৎস্য

আঙ্গিরস গোত্র

আঙ্গিরস মুনির বংশধরদের বলা হয়
আঙ্গিরস গোত্র, তার পিতা ঋষি অঙ্গিরা ছিলেন
সপ্তঋষির একজন, এই গোত্রের প্রবর ঋষিরা -
আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য

অত্রি গোত্র

অত্রি ঋষির বংশধরদের বলা হয় অত্রি গোত্র,
তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র ও সপ্তঋষির অন্যতম, তার ও
মাতা অনুসূয়ার পুত্রত্রয় হলেন মহর্ষি দুর্বাসা, সোম ও
ভগবান দত্তাত্রেয় ত্রিনাথ,
অত্রি গোত্রের প্রবর ঋষিরা হলেন-
অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ

কাণ্ব গোত্র

কাণ্ব ঋষির বংশধরদের বলা হয় কাণ্বগোত্র, তিনি পুরুবংশীয় প্রতিরথের পুত্র ছিলেন, তার পুত্র মেধাতিথি ঋগবেদ গ্রন্থ প্রণয়ন করে ব্রাহ্মনত্ব লাভ করেন, কাণ্বগোত্রের প্রবর ঋষিরা হলেন-

কাণ্ব, অশ্বথ, দেবল

কাণ্ব গোত্র

কাণ্ব ঋষির বংশধরদের বলা হয় কাণ্বগোত্র, তিনি পুরুবংশীয় প্রতিরথের পুত্র ছিলেন, তার পুত্র মেধাতিথি ঋগবেদ গ্রন্থ প্রণয়ন করে ব্রাহ্মনত্ব লাভ করেন, কাণ্বগোত্রের প্রবর ঋষিরা হলেন-

কাণ্ব, অশ্বথ, দেবল

গৌতম গোত্র

গৌতম ঋষির বংশধরদের বলা হয়
গৌতম গোত্র, গোতম ঋষির এই পুত্র গৌতম
সংহিতার রচনা করেছিলেন, রামায়ণে মহর্ষি গৌতম ও
মাতা অহল্যার কাহিনী আমাদের সকলের জানা,
গৌতম গোত্রের প্রবর ঋষিদের নাম-
গৌতম, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অঙ্গার, নৈধ্রুব.

জামদগ্ন্য গোত্র

জামদগ্ন্য ঋষির বংশধরদের বলা হয়
জামদগ্ন্য গোত্র, তিনি ছিলেন পরশুরামের ভ্রাতা,
এই গোত্রের প্রবর ঋষিরা হলেন-
জমদগ্নি, বশিষ্ঠ, ঔর্ব্ব

শিব গোত্র

নাথ- দেবনাথ যোগীদের বলা হয়
শিব গোত্র, ভগবান শিবের কণ্ঠ হতে এদের
সৃষ্টি, শিব গোত্রের প্রবর ঋষিদের নাম
শিব, শম্ভু, সরোজ, ভূধর, আপ্লবৎ

ধন্বন্তরী গোত্র

ধন্বন্তরী ঋষির বংশধরদের বলা হয়
ধন্বন্তরী গোত্র, তিনি একজন বেদ্য তথা সুচিকিৎসক
ছিলেন, সমুদ্র মন্থনে তার উৎপত্তি হয়,
এই গোত্রের প্রবর ঋষিরা হলেন-
গৌতম, অপসার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব

বৃদ্ধি গোত্র

বৃদ্ধি ঋষির বংশধরদের বলা হয়
বৃদ্ধি গোত্র, এই গোত্রের প্রবর ঋষিদের নাম-
কুরু, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য

শক্তি গোত্র

শক্তি ঋষির বংশধর দের বলা হয় শক্তি গোত্র, তিনি অঙ্গীরা বংশীয় একজন ঋষি ছিলেন, শক্তি গোত্রের প্রবর ঋষির নাম বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর

মৌদগল্য গোত্র

মুদগল ঋষির বংশধরদের বলা হয়
মৌদগল্য গোত্র, চন্দ্রবংশীয় হর্য্যাশ্বের পুত্র মুদগল
থেকে তার উৎপত্তি, মহাভারতের চরিত্র কৃপাচার্যের
এই গোত্রে জন্ম হয়েছিল, প্রবর ঋষিদের নাম-
ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, আপ্লুবৎ, জামদগ্ন্য

ঘৃতকৌশিক গোত্র

ঘৃতকৌশিক ঋষির বংশধরদের বলা হয়
ঘৃতকৌশিক গোত্র, তিনি ঋষি কৌশিকের পুত্র,
এই গোত্রের প্রবর ঋষিরা হলেন-
কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক

সাবর্ণ গোত্র

সাবর্ণি মুনির বংশধরদের বলা হয় সাবর্ণ গোত্র, তিনি ছিলেন ভৃগুবংশীয় হরির পুত্র, নৈমিষ্যারণ্য নিবাসী এক মহাতপস্বী, তার প্রার্থনায় বায়ুদের তার কাছে পুরাণকথা কীর্তন করেন, প্রবর ঋষিদের নাম- ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্লুবৎ.